MAR 23 [redacted]

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৫ ......

৬৫ লাখ ছাত্র-ছাত্রী পরিস্থিতির শিকার

মাধ্যমিক পর্যায়ে বই সঙ্কট ঃ ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়তি খরচ ৬৭ কোটি টাকা

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ চলতি বছরে দেশের মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক স্কুলসমূহে ৬ষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যবই সঙ্কট এবং নতুন বই-এর নানান সমস্যাজনিত কারণে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ৬৫ লাখ ছাত্র-ছাত্রীকে ৬৭ কোটি টাকার বাড়তি খরচের বোঝা বহন করতে হচ্ছে- বৈদেশিক মুদ্রায় যার মূল্যমান প্রায় সাড়ে ১২ মিলিয়ন ইউএস ডলার।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ দেশব্যাপী বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী এবং প্রধান শিক্ষকদের ওপর এক জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে এ তথ্য প্রকাশ করেছেন। গতকাল বিকেলে রিপোর্টার্স ইউনিটি কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রফেসর মোজাফফর আহমদ এ তথ্য প্রকাশ করেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টি বোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদ, ট্রাস্টি বোর্ড নির্বাহী পরিচালক ব্যারিস্টার মনজুর হাসান, গবেষণা কর্মকর্তা সাইদুর রহমান মোল্লা, কর্মসূচী কর্মকর্তা একরামউল্লাহ প্রমুখ।

সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, চলতি শিক্ষাবর্ষে দেশের মাধ্যমিক, নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যবই-এর তীব্র সঙ্কট মাধ্যমিক শিক্ষাঙ্গনে এক গুরুতর সমস্যা- সৃষ্টি করছে। এ সমস্যার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা বই কিনতে পারছে না। যাদের ভাগ্যে জুটছে তারা বই কিনছে অধিকমূল্যে। অধিকমূল্যে বই কেনার সময় অনেক বই-এর দোকান ছাত্র-ছাত্রীদের নোট বই কিনতে বাধ্য করছে। যেসব বই বাজারে বিক্রি হচ্ছে সেগুলোর ছাপা কাগজ ও বাঁধাই অত্যন্ত নিম্নমানের এবং অসংখ্য

৫-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

বই সঙ্কট

৮-এর পৃষ্ঠার পর

বানান ভুল। তাছাড়া নতুন মলাটে এবং পুরাণ বইও বিক্রি হচ্ছে। এসব কারণে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীরা। এসব কারণে ৬ষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত, প্রায় ৬৫ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর বাড়তি খরচের বোঝা বহন করতে হয়েছে ৬৭ কোটি টাকার মতো। বৈদেশিক মুদ্রায় এর মূল্যমান প্রায় সাড়ে ১২ মিলিয়ন ইউএস ডলার।

রিপোর্টে সর্বাধিক জনমত প্রতিফলিত হয়েছে যে যে বিষয়ে তা হচ্ছে ঃ পুরাণ বই দিয়ে ক্লাস হচ্ছে। তথ্যগত ও বানান ভুল আছে। বই-এর অভাবে সময়মতো পরীক্ষা নেয়া যাবে না। পরীক্ষা কমাতে হবে ও বন্ধে ক্লাস নিতে হবে। সকল বিষয়ে নতুন বই ক্রয় করতে পারেনি শতকরা ৯৮ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী। পুরাণ বই দিয়ে ক্লাস নেয়া হচ্ছে ৭০ ভাগ এবং ৭৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী অতিরিক্ত টাকায় বই ক্রয় করছে। নোট বই ক্রয় করতে বাধ্য করা হচ্ছে ৪৯ ভাগ ক্ষেত্রে এবং বই-এর অভাবে অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে শতকরা ৬০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর ক্ষেত্রে।